IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের পাশ্চাত্য প্রভাব।

গবেষক অপূর্ব লাল মজুমদার

বাংলা নাট্য সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অপরিসীম । সংস্কৃত নাট্য রীতির অনুসরণে এবং সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের ওপর নির্ভর করে বাংলা নাট্য সাহিত্যের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল । প্রাচীন এই চিরাচরিত রীতির উপর প্রথম আঘাত করতে সমর্থ হয়েছিলেন সদ্য বিলাত ফেরত মাইকেল শ্রীমধুসূদন দত্ত। 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে বেদনাহত চিত্তে তিনি বলেছিলেন------

"অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে,
লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"[১]

বিদেশি থিয়েটারে নাটক দেখার সুবাদে পাশ্চাত্য নাটকের গঠন শৈলী, আঙ্গিক, ট্রাজেডির রূপায়ণ প্রভৃতির প্রয়োগ শ্রী মধুসূদনের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল। এরপর দীনবন্ধু মিত্র এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাট্য সাহিত্যে নাটকের মঞ্চায়ন, উপস্থাপন, আঙ্গিক, চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য নাট্য রীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য প্রতিভার অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও সেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির সার্থক প্রয়োগ তিনি ঘটিয়েছিলেন । দ্বিজেন্দ্রলাল তার জীবনকালে নাটক রচনার ক্ষেত্রভূমিতে বহু পরে প্রবেশ করলেও বাল্যকাল থেকেই তিনি নাটকের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তার নিজের কথা স্মরণ করা যেতে পারে-----

" বিলাত যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা' নাটক এবং 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখিন অভিনেতা দল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় দেখি । আর 'অ্যাডিশন' এর "কাটো"

এবং শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তম হইয়া উঠে । বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি রঙ্গমঞ্চ সমূহে অভিনয় দেখি এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটক গুলির সহিত আমার পরিচয় হয়”[২]

ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নাটকের প্রতি আসক্তিই যে দ্বিজেন্দ্রলালকে উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছিল তা নয়, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশপ্রেমের যে প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়েছিল, তাও দ্বিজেন্দ্রলালের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সঠিক পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় পাশ্চাত্য নাটক কিভাবে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে চরিত্র-সৃষ্টি থেকে শুরু করে সংগীত, সংলাপ ও আঙ্গিক-সবক্ষেত্রেই বিদেশি প্রভাবকে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক সৃষ্টির ক্ষেত্রে শেক্সপীয়রের অমিত্রাক্ষর ছন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ‘তারাবাঈ’ নাটকেও অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি করেছিলেন ‘তারাবাই’ নাটকের সূর্যমল ও তমসার চরিত্রে ম্যাকবেথ লেডি ও ম্যাকবেথ চরিত্রের ছায়া লক্ষ করা যায় সূর্যমল ম্যাকবেথের মত ভাতুষ্পুত্রদের প্রতি সহৃদয়, অন্যদিকে রাজ-সিংহাসনের আকাঙক্ষাও লক্ষ করা যায় পরবর্তীতে Witch-দের মত চারণীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সূর্যমলের আকাঙক্ষাকে পূর্ণ হতে দেখা যায়। অন্যদিকে তমসার মধ্যে আমরা লেডি ম্যাকবেথ-কেই দেখতে পাই যে সূর্যমলের উচ্চাকাঙক্ষাকে পরিণতি দান করেছে তমসার চরিত্রটি লেডি ম্যাকবেথে-র আদলে নির্মাণ করতে চাইলেও দ্বিজেন্দ্রলাল এক্ষেত্রে অনেকাংশেই ভ্রষ্ট হয়েছেন শ্রদ্ধেয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তা সুকুমার সেন বলেছেন-

‘সূর্য মন্ডলের পত্নী তমসা লেডি ম্যাকবেথ এর অক্ষম অনুকরণ’[৩]

আবার নুরজাহান নাটকের লায়লা চরিত্রের মধ্যে হ্যামলেটের ছাপ লক্ষ করা যায়। পিতৃহত্যাকারীর সঙ্গে মায়ের বিবাহকে হ্যামলেটের মতো লায়লাও মেনে নিতে পারেনি। হ্যামলেট এর মত লায়লাও তাই মায়ের সমালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে পিতৃহত্যাকারীদের হত্যা করার শপথ নিয়েছে। যদিও একথা প্রাসঙ্গিক কোনোভাবেই হ্যামলেটের সঙ্গে লায়লার তুলনা

হয়না। কারণ চরিত্রের দিক থেকে লায়লা দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক দুর্বল সৃষ্টি। তাই শুধু নয়, কুবেনীর চরিত্র ও কিছুটা হ্যামলেট-র আদলে তৈরি নুরজাহান চরিত্র সম্পর্কে অজিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্য,

"সে মিডিয়ার ন্যায় প্রতিহিংসাময়ী লেডি ম্যাকবেথের ন্যায় অপ্রকৃতিস্থ ও হড্ডা গ্যাবলারের ন্যায় দুর্দম প্রবৃত্তির বশীভূত কিন্তু এ্যাগামেমনন- পত্নী ক্লাইটেনমেষ্টার ন্যায় সহিত তাহার সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা বেশি। বীর ও উদার স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামী হন্ত্যাতাকেই সে ক্লাইটেনমেষ্টারের ন্যায় স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে ক্লাইটেনমেষ্টারের ন্যায় সেও কন্যার নিকট হইতে শত্রুর আঘাত পাইয়াছে এবং অন্তত ইউরিপিডিসের ক্লাইটেনমেষ্টার ('Electra' নাটক) ন্যায় সেও তাহার অন্যায় অপরাধ সত্ত্বেও আমাদের বেদনা করুন সহানুভূতির পাত্রী হইয়াছে দ্বিজেন্দ্রলাল ইউরিপিডিস ও ইবসেনের ন্যায় তাহার নায়িকা চরিত্রে আদিম প্রবৃত্তির নিষিদ্ধ লীলা দেখাইয়া তাকে ঘৃণ্য করিয়া তোলেন নাই এক উদার ক্ষমা করুন সহানুভূতির যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন..... ইউরিপিডিসের মিডিয়ার ন্যায় সম্ভবত তাঁহার রক্তাক্ত হৃদয় ও আর্তনাদ করিয়াছে'

"Oh'

Of all things upon earth that bleed and grow a herb most brufsed is woman".[৪]

শেক্সপীয়রের প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় নুরজাহানের চরিত্রে নুরজাহানের মধ্যে আমরা শেক্সপীয়রের লেডি ম্যাকবেথ কেই প্রত্যক্ষ করি এছাড়াও নুরজাহানের মধ্যে মিডিয়ার প্রতিহিংসামূলক মনোভাব ও হড্ডা গ্যাবলারের দুর্দম প্রবৃত্তির ছাপ লক্ষ করা যায় flectra-র ইউরিপিডিসের সঙ্গে নূরজাহানের চরিত্রের সামান্যতম সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়

উনবিংশ শতাব্দীর নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শ বাংলা নাটকের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শের বহুলাংশে সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই- তিনি শেক্সপীয়রের ‘কিং লিয়ার’ নাটকের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বাধিক প্রিয় চরিত্র ছিল লীয়র ও ‘মেবার পতনে’র গোবিন্দ সিংহ, ‘সিংহল বিজয়ে’র সিংহবাহু চরিত্রের মধ্যে লীয়রের ছাপ লক্ষ করা যায়। সাজাহানের চরিত্র সৃষ্টি ও তাঁর মুখে নাট্যকার যে সংলাপ সংযোজন করেছেন, তার সর্বক্ষেত্র জুড়েই আমরা লীয়র চরিত্রটিকে প্রত্যক্ষ করি। কারাগারে বন্দি অবস্থায় সাজাহানের যে হৃদয়ার্তি শোনা যায় তা, লীয়রের আর্তিরই প্রতিধ্বনি।

ট্র্যাজেডি নির্মাণের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন শেক্সপীয়র দ্বারা। তমসা ও সূর্যমলের ট্র্যাজেডি শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত। সাজাহানের শেষ পরিণতি ও নুরজাহানের অন্তর্দন্দ্ব সবেতেই আমরা শেক্সপীয়রের স্পর্শ অনুভব করি। দিলদার নামক বিদূষক চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের উপর শেক্সপীয়র এক অসম্ভব মায়া সৃষ্টি করেছিলেন। অ্যাভনের তীরে শেক্সপীয়রের জন্মভূমি স্ট্রাটফোর্ড নগরী, স্কট বর্ণিত প্রাচীন কেনীলওয়ার্থ, দূর্গ, ইতিহাস খ্যাত ‘গাইয়ের গিরিপথ’ দ্বিজেন্দ্রলালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত হয়ে আমৃত্যু বাসা বেধেঁছিল তাঁর হৃদয় ও মনে। তাই তিনি বলেছিলেন,

“ আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পার হইতে তোমার নাম গীত হইবে দক্ষিণ মহাসাগরে তোমার নাম প্রতিধ্বনিত হইবে সমগ্র ইউরোপ জাতি বিদ্বেষ ভুলিয়া তোমার গুণগান করিবে, আর দূরে গঙ্গাতীরবাসী আর্যাবর্তের শ্যামল সন্তান তোমাকে ভারতীয় বর পুত্র কালিদাসের প্রিয় ভ্রাতা, জগতের প্রিয় কবি বলিয়া আলিঙ্গন ও আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে”।[৫]

সংলাপ সৃষ্টিতেও দ্বিজেন্দ্রলাল কোনোভাবেই শেক্সপীয়রকে অতিক্রম করতে পারেননি। সংগীত নির্মাণেও দ্বিজেন্দ্রলাল এর ওপর পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সুরপ্রবাহকে এমনভাবে এক সুতোয় গ্রন্থন করেছিলেন, যে তার মধ্য দিয়ে একটি

সামগ্রিক শিল্পী সত্তা প্রকট হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছিলেন, “দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাঁকে হিন্দু

সংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান□ যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশি-সোনার কাঠি ছুইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন"□[৬]

এছাড়াও আধুনিক টেকনিকের প্রয়োগ ও মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল ইবসেনকে অনুসরণ করেছিলেন□ সেই সঙ্গে অভিনয়ে রূপসজ্জার জন্য বার্নার্ডশে-র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন□

গ্রন্থসূত্র-

১) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* পৃষ্ঠা ৩৪৪।

২) *দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী প্রথম খন্ড,* পৃষ্ঠা ৬৭৮□

৩) সুকুমার সেন, *বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস* তৃতীয় খন্ড ,পৃষ্ঠা ৩৭৭।

৪) ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস,* পৃষ্ঠা ২২১□

৫) রথীন্দ্রনাথ রায়, *দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার,* পৃষ্ঠা ২৮৩□

৬) তদেব,পৃষ্ঠা ৩৯৪□